329

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 6 1999 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ইডেন কলেজের ইংরেজী বিভাগের দৈন্যদশা

ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়- দেশের একটি সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্নেই যে ইংরেজী বিভাগের যাত্রা তা ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষে সম্মান কোর্স চালুর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার পথকে আরও সুগম করে তোলে। এ বিভাগের অনেক প্রাক্তন ছাত্রী আজ শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরেও নানা ক্ষেত্রে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিতি পেয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বিগত কয়েক বছর যাবত এ বিভাগের পড়াশোনার মান ক্রমেই নিম্নমুখী হচ্ছে। বর্তমানে এ বিভাগে কর্মরত ১২ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ২/৩ জনকেই সফল শিক্ষক হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। অবশিষ্ট শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে অনীহা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের অবনতি চরম আকার ধারণ করেছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, প্রায় প্রতি বছরই নির্ধারিত সিলেবাসের ন্যূনতম অংশটুকু পাঠদানেও তাঁরা ব্যর্থ হন। ফলে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য নিজস্ব চেষ্টা ছাড়া ছাত্রীদের আর কোন পথ থাকে না। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, গত বছর সম্মান ২য় বর্ষের পাঠ্যসূচীর ৬ টি (নাটক) বইয়ের ৪টি বইও সঠিকভাবে পড়ানো হয়নি। এমনকি বছরের একটিমাত্র টিউটোরিয়াল পরীক্ষা প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে; কারণ এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত ফাইনাল পরীক্ষার পর। শিক্ষাবর্ষের এ দীর্ঘ সময়ে শিক্ষকদের ভূমিকা কি ছিল তা সত্যিই জিজ্ঞাস্য বিষয়।

এছাড়াও ক্লাসে এসে পড়ানোর পরিবর্তে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের নিজস্ব পারিবারিক আলোচনা, রূপচর্চা ও ফ্যাশনচর্চা সংক্রান্ত অযাচিত আলাপ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ধারিত পাঠ্যসূচী সম্পর্কিত জ্ঞানের অপ্রতুলতা শিক্ষার্থীদের মাঝে শুধু বিরক্তিরই উদ্রেক করে না বরং তাদেরকে শ্রেণীকক্ষ বিমুখও করে তোলে। ইংরেজী সাহিত্যের মতো একটি চমৎকার বিষয়কে উপভোগ্য করে না তুলে বরং দায়সারাভাবে ক্লাসের সময়টুকু পার করতে পারলেই যেন তাঁদের স্বস্তি। আর ক্লাসের পর ক্লাস শিক্ষকের অপেক্ষায় ছাত্রীদের বসে থাকা তো এখানকার এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অর্থাৎ এমনও দিন শিক্ষার্থীরা অতিক্রম করে, যেদিন শিক্ষার্থীরা সারা দিনেও একটি ক্লাস পায় না।

বিভাগীয় শিক্ষকগণ, যাঁদের অধিকাংশই দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত এবং জীবনের একটি নিশ্চিত অবস্থানে যাঁরা পৌঁছে গেছেন, অবহেলার দ্বারা এসব নবীন প্রজন্মদের কিভাবে অঙ্কুরেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন তা কি তাঁরা একবারও ভাবেন? এরূপ অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতা সম্পর্কে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অবহিত করতে নিজস্ব স্বার্থেই ছাত্রীরা অপরাগ; কেননা টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বিষয়ক ব্যাপারটিও তাদের বিবেচনায় রাখতে হয়।

দেশের একটি বৃহত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরূপ বিদ্যমান সঙ্কট থেকে শিক্ষার্থীরা কি আদৌ মুক্তি পাবে? আর শিক্ষকরাই বা কবে তাঁদের নিজ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন? একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে দেশের শিক্ষক সমাজের কাছে আমার এই জিজ্ঞাসা।

জয়িতা তাসনীম
৮৩, মালিবাগ, ঢাকা-১২০৯।